নয়া দিগন্ত

ড্যাফোডিল ভার্সিটির খন্দকার আবু তালহা সাহসিকতা পুরস্কার প্রবর্তন

২৬ জুলাই ২০১৮, ০০:০০

নয়া দিগন্ত

সাহসিকতাপূর্ণ সাংবাদিকতাকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে খন্দকার আবু তালহা স্মৃতি সাহসিকতা পুরস্কার প্রবর্তন করেছে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। এ উপলক্ষে গতকাল ইউনিভার্সিটির সভাকক্ষে খন্দকার আবু তালহা স্মৃতি ফাউন্ডেশন ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তিতে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. এ কে এম ফজলুল হক এবং খন্দকার আবু তালহা স্মৃতি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা তালহার বাবা আবু রিয়াজ মো: নূরুদ্দিন খন্দকার। স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রোভিসি অধ্যাপক ড. এস এম মাহাবুবুল হক মজুমদার, কোষাধ্যক্ষ মো: হামিদুল হক খান, পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) মমিনুল হক মজুমদার, পরিচালক (স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্স) সৈয়দ মিজানুর রহমান রাজু, সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিভাগের প্রধান সেলিম আহমেদ, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান প্রফেসর ড. তৌহিদ ভূঁইয়া ও ঊর্ধ্বতন সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) মো: আনোয়ার হাবিব কাজল।

চুক্তি অনুযায়ী প্রতি বছর একজন সাংবাদিককে এক লাখ টাকা পুরস্কার দেয়া হবে। খ্যাতিমান জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে গঠিত একটি জুরি বোর্ড পুরস্কারের জন্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া থেকে একজন যোগ্য সাংবাদিকের নাম প্রস্তাব করবেন।

উল্লেখ্য, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী

খন্দকার আবু তালহা গত বছরের ৮ অক্টোবর রাজধানীর টিকাটুলির কে এম দাস লেনে ভোরবেলা ছিনতাইকারীর কবল থেকে এক স্কুলশিক্ষককে বাঁচাতে গিয়ে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে নিহত হন।

তালহার বাবা আবু রিয়াজ মো: নূরুদ্দিন খন্দকার পরলোকগত সন্তানের স্মৃতি রক্ষার্থে ‘খন্দকার আবু তালহা স্মৃতি ফাউন্ডেশন’ প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠান এখন থেকে প্রতি বছর সাহসিকতাপূর্ণ রিপোর্টিং ও প্রতিবেদনের জন্য সাংবাদিকদের ‘খন্দকার আবু তালহা স্মৃতি সাহসিকতা পুরস্কার’ প্রদান করবে। এর আগে, বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগের জন্য ‘ফারাজ হোসেন সাহসিকতা পুরস্কার-২০১৭’ অর্জন করে খন্দকার আবু তালহা। বিজ্ঞপ্তি।

সম্পাদক : আলমগীর মহিউদ্দিন

প্রকাশক : শামসুল হুদা, এফসিএ

১ আর. কে মিশন রোড, (মানিক মিয়া ফাউন্ডেশন), ঢাকা-১২০৩।
ফোন: ৫৭১৬৫২৬১-৯